সরকারি ভাষা

- ১৯৫০ সালে সংবিধান গ্রহনের সময় পরিকল্পনা নেওয়া হয় ১৫ বছরের মধ্যে ধিরে ধিরে ইংরাজির বদলে হিন্দিকে বসানো হবে, কিন্তু পরবর্তীকালে আইন প্রনয়ন করে ইংরাজির ব্যবহার বহাল রাখা হয়। পরবর্তী পরিকল্পনা অনুযায়ী হিন্দিকে একক ভাবে সরকারি ভাষা করতে গেলে বিভিন্ন রাজ্য থেকে বাধা আসতে থাকে।
- অন্যান্য রাজ্যের সরকারি ভাষাকে সঙ্গে নিয়ে আজও সরকারি ক্ষেত্রে হিন্দি কার্যকর হয়ে চলে আসছে। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে হিন্দি কে জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানে অষ্টম তফশিলের আর্টিকেল 344 (1) এবং 351 অনুযায়ী মোট ২২ টি ভাষা রয়েছে এবং কোন একজন সাধারণ নাগরিক তার সাংবিধানিক নিয়মানুযায়ী যে কোন ভাষায় কথা বলতে পারে।
- সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত ২২ ভাষা নিম্নরূপ
- ভাষায়: -
- (1) আসামি (2) বাংলা (3) গুজরাতি (4) হিন্দি, (5) কন্নড়, (6) কাশ্মিরি, (7) কোঙ্কনি, (8) মালয়ালাম, (9) মণিপুরী, (10) মারাঠি, (11) নেপালি, (12) ওড়িয়া, (13) পাঞ্জাবি, (14) সংস্কৃত, (15) সিন্ধি, (16) তামিল,
- (17) তেলুগু, (18) উর্দু (19) বোডো (আসামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভাষা শোনা যায়)
- (20) সাঁওতালি, (21) মৈথিলি ও (22) ডোগরি(জম্মু-কাশ্মীরে)
- এই ভাষাগুলির মধ্যে ১৪ টি সংবিধানে প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২১তম সংবিধান সংশোধনীতে সিন্ধি ভাষাটি 1967 সালে যোগ করা হয়েছিল। তারপরে 71 সংবিধান সংশোধন আইন অনুসারে তিনটি ভাষা যেমন কোঙ্কনি মণিপুরী ও নেপালীকে 1992 সালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে 92 তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে 2004 সালে বোডো দোগরি, মৈথিলি ও সাঁওতালি যোগ করা হয়েছিল।

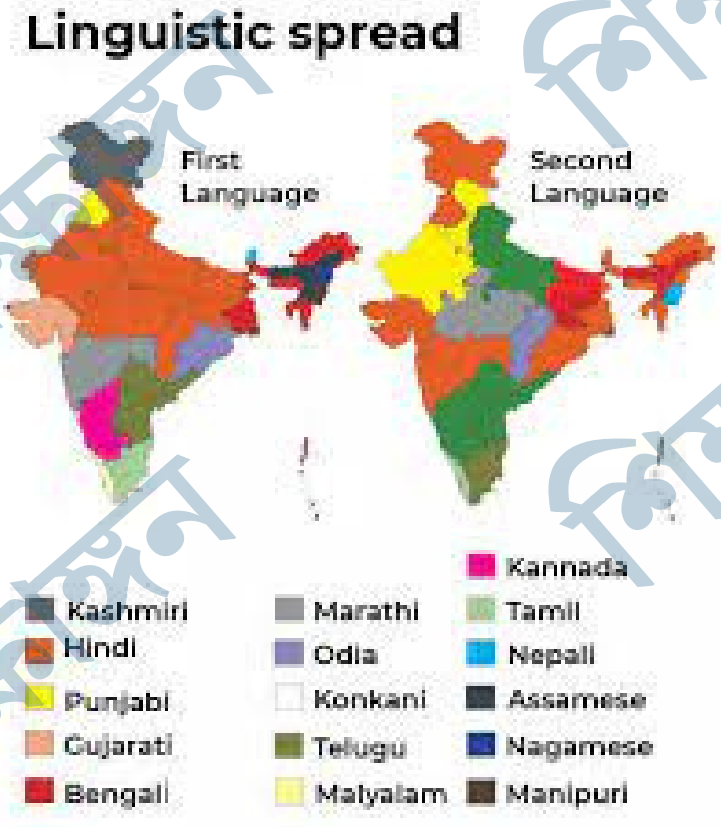

৩৭০ নং ধারা

- সুপ্রিম কোর্টের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ সর্বসম্মতভাবে ভারতীয় সংবিধানের 370 অনুচ্ছেদ বাতিল করার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে বহাল রাখে। আগস্ট 2019-এ এই বাতিলকরণের ফলে জম্মু ও কাশ্মীর পূর্ববর্তী রাজ্যকে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লেহ-এর দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং রাজ্যটিকে এর বিশেষ সুযোগ-সুবিধাও অস্বীকার করেছিল। শীর্ষ আদালত বলেছে যে অনুচ্ছেদ 370 অভ্যন্তরীণ কলহ এবং বহিরাগত আগ্রাসনে পরিপূর্ণ সময়ে ভারতের ইউনিয়নে প্রাক্তন রাজকীয় রাজ্যের যোগদানের সুবিধার্থে একটি অস্থায়ী বিধান ছিল।
- ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কৌল, সঞ্জীব খান্না, বিআর গাভাই এবং সূর্য কান্তের সমন্বয়ে গঠিত পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে।
- এসসি বলেছে যে 2024 সালের 30 সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচন পরিচালনার পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
- সুপ্রিম কোর্ট আবেদনকারীদের যুক্তি গ্রহণ করেনি যে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় জম্মু ও কাশ্মীরে অপরিবর্তনীয় পরিণতির পদক্ষেপ নিতে পারে না (রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় বাতিল করা হয়েছিল)।
- সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে যে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতে যোগদানের পরে সার্বভৌমত্বের একটি উপাদান ধরে রাখে না।
- ধারা 370 - ভূমিকা
- 370 অনুচ্ছেদের মূল বৈশিষ্ট্যটি ছিল যে সংসদ দ্বারা পাস করা কেন্দ্রীয় আইনগুলি পূর্ববর্তী J&K রাজ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রযোজ্য হয় না এবং একটি সমান্তরাল আইন পাস করে তাদের অনুমোদন করার অধিকার ছিল রাজ্য আইনসভার।
- অনুচ্ছেদ 370 একটি সাংবিধানিক বিধান যা জম্মু ও কাশ্মীরকে তার বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।
- বিধানটি সংবিধানের XXI অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল: অস্থায়ী, ক্রান্তিকালীন এবং বিশেষ বিধান।অংশের শিরোনাম থেকে স্পষ্ট, এটি একটি অস্থায়ী বিধান বলে মনে করা হয়েছিল এবং এর প্রযোজ্যতা রাজ্যের সংবিধান প্রণয়ন ও গ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল।
- এটি J&K রাজ্যের সাপেক্ষে সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে।
- পণ্ডিত নেহেরু, 27শে নভেম্বর 1963-এ লোকসভার মেঝেতে বলেছিলেন যে 370 অনুচ্ছেদ ক্ষয় করা হয়েছে এবং ধীরে ধীরে ক্ষয়ের প্রক্রিয়া চলছে। এক বছর পরে, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারি লাল নন্দা, 4 ডিসেম্বর 1964-এ আবার লোকসভার মেঝেতে বলেছিলেন, 370 অনুচ্ছেদটি ভারতের সংবিধানকে জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ে যাওয়ার একটি টানেল। তিনি আরও বলেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত, কেবল খোসাটি সেখানে থাকবে এবং এটির বিষয়বস্তু থেকে দূরে থাকবে এবং এটি রাখা হোক বা না হোক তাতে কোনও পার্থক্য হবে না।
- দেশের দু'জন লম্বা নেতার এই দুটি বিবৃতি ভারতের সংবিধানের 370 অনুচ্ছেদটি আইনী হওয়ার মাত্র এক দশক পরে হ্রাস করার বিষয়ে কথা বলে। 1950 সালে সাংবিধানিক আবেদন আদেশ 1950 জারি করার মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি অবিলম্বে শুরু হয়েছিল এবং তারপরে কেন্দ্র ও রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে বেশ কয়েকটি কথাবার্তা হয়েছিল, যা 1952 সালের দিল্লি চুক্তি নামে পরিচিত একটি চুক্তিতে পরিণত হয়েছিল। , যেখানে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশানের বিষয়গুলি ছাড়াও বেশ কয়েকটি বিষয় J&K রাজ্যে প্রযোজ্য হতে সম্মত হয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:
- রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়োগ।
- J&K রাজ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিরা ভারতের নাগরিক হবেন।
- মৌলিক অধিকার
- সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার
- জাতীয় পতাকা
- আর্থিক একীকরণ
- জরুরী ক্ষমতা
- রাষ্ট্রপতির আদেশ
- ভারতের সংবিধানের 370 অনুচ্ছেদের অধীনে, রাষ্ট্রপতির বিধানগুলির পরিবর্তন, ব্যতিক্রম এবং সংশোধন সহ ভারতের সংবিধানের বিধানগুলির প্রয়োগের জন্য আদেশ জারি করার ক্ষমতা ছিল। এবং এই ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বহাল রাখা হয়েছে, যেমন, পিএল লখনপাল বনাম জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে।
- যেমনটি ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, ভারতের সংবিধানের অন্যান্য বিধান J&K রাজ্যে প্রয়োগের জন্য, একমাত্র মোড উপলব্ধ ছিল সাংবিধানিক আবেদন আদেশ। এবং এটি রাজ্য সরকারের পরামর্শ এবং সম্মতিতে করা হয়েছিল।

- রাষ্ট্রপতির আদেশ, বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সাথে কাজ করে:
- ইউনিয়ন তালিকার বাইরে J&K রাজ্যে আইন প্রণয়নের জন্য সংসদের এখতিয়ার বৃদ্ধি করা ।
- রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি বা হ্রাস সংক্রান্ত আইন।
- রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাদের প্রত্যাবর্তনের বিধান করা যারা বন্দোবস্তের অনুমতির অধীনে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
- রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের বিশেষ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা, সরকারের অধীনে চাকরি, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ, রাজ্যে বসতি স্থাপন, বৃত্তি সংক্রান্ত আইনের সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদান।
- পাকিস্তানের দখলে থাকা এলাকা বাদ দিয়ে জনগণের হাউসে আসন সংখ্যা নির্ধারণ করা।
- সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণের বিধান।
- জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্ট থেকে বা উক্ত আদালতে বিচারকদের বদলি।
- রাজ্যের তালিকা থেকে বাদ।
- J&K রাজ্যের স্বভাবকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিধান।
- ইউনিয়নের পক্ষে এবং খরচে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণ।
- ইউনিয়নের সরকারী ভাষা ব্যবহার সংক্রান্ত বিধান এবং সুপ্রিম কোর্টের সামনে কার্যধারা ।
- জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান।
- ভারতের সংবিধানে ভারতের সংসদ কর্তৃক সম্পাদিত সংশোধনীর প্রয়োগ না করার বিধান।
- গভর্নর এবং নির্বাচন কমিশনের জন্য বিধান ।
- 1954 সালে, সাংবিধানিক আবেদন আদেশ 1950 এর নাম পরিবর্তন করে সাংবিধানিক আবেদন আদেশ 1954 রাখা হয়েছিল এবং এটি জারি করা হয়েছিল J&K রাজ্যের সাংবিধানিক স্বায়ত্তশাসনের প্রথম লঙ্ঘন। এটি সংবিধান (J&K-এর আবেদন) আদেশ, 2019 জারি করার মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। 70 বছর ধরে সংবিধানের বইতে থাকার পরে 370 অনুচ্ছেদটি নিজেই এটিকে দুর্বল করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।
- 370 ধারার তথ্য
- অনুচ্ছেদ 370 - জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে অস্থায়ী বিধান
- (1) এই সংবিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন,
- (ক) ধারা 238-এর বিধানগুলি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না;
- (খ) উল্লিখিত রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়নের জন্য সংসদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে৷
- ইউনিয়ন তালিকা এবং সমসাময়িক তালিকার যে বিষয়গুলি , রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শ করে , রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত বিষয়গুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়গুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়গুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা রাজ্যের ডোমিনিয়ন অফ ইন্ডিয়াতে যোগদানকে নিয়ন্ত্রণ করে৷ যে বিষয়ে ডোমিনিয়ন আইনসভা সেই রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে; এবং
- উল্লিখিত তালিকার অন্যান্য বিষয়গুলি যেমন, রাজ্য সরকারের সম্মতিক্রমে, রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারেন এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে, রাষ্ট্রের সরকার বলতে আপাতত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তি জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা 1948 সালের মার্চ মাসের পঞ্চম দিনে মহারাজা ঘোষণার অধীনে অফিসে আপাতত মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শে কাজ করছেন;
- (গ) অনুচ্ছেদ 1 এবং এই অনুচ্ছেদের বিধানগুলি সেই রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;
- (d) এই সংবিধানের অন্যান্য বিধানগুলির মধ্যে সেই রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এই ধরনের ব্যতিক্রম এবং পরিবর্তন সাপেক্ষে যা রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা নির্দিষ্ট করতে পারেন: তবে শর্ত থাকে যে এমন কোনও আদেশ যা রাজ্যের প্রবেশাধিকারের ইনস্ট্রুমেন্টে নির্দিষ্ট বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত নয় উপধারা (b) এর অনুচ্ছেদ 1-এ উল্লিখিত রাজ্য রাজ্য সরকারের সাথে পরামর্শ ব্যতীত জারি করা হবে: আরও শর্ত থাকে যে, শেষ পূর্ববর্তী বিধানে উল্লেখিত বিষয়গুলি ব্যতীত অন্য বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত এমন কোনও আদেশ ছাড়া জারি করা হবে না সেই সরকারের সম্মতি।
- (2) দফা (1) এর উপ-ধারা (b) এর অনুচ্ছেদ 2 তে বা সেই ধারার উপ-ধারা (d) এর দ্বিতীয় শর্তে উল্লিখিত রাজ্য সরকারের সম্মতি যদি গণপরিষদের সামনে দেওয়া হয় রাজ্যের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য আহবান করা হয়, এটি এমন সিদ্ধান্তের জন্য এই জাতীয় পরিষদের সামনে উত্থাপন করা হবে যা এটি গ্রহণ করতে পারে।
- (3) এই অনুচ্ছেদের পূর্বোক্ত বিধানগুলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতি, জনসাধারণের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করতে পারেন যে এই অনুচ্ছেদটি কার্যকর হবে না বা শুধুমাত্র এই ধরনের ব্যতিক্রম এবং পরিবর্তনের সাথে এবং যে তারিখ থেকে তিনি নির্দিষ্ট করবেন: প্রদান করা হয়েছে যে ধারা (2) এ উল্লিখিত রাজ্যের গণপরিষদের সুপারিশ রাষ্ট্রপতির এই ধরনের প্রজ্ঞাপন জারি করার আগে প্রয়োজনীয় হবে।

CONTACT: 8013658020

- 370 এর আবেদন
- যাইহোক, রাজ্যের গণপরিষদ 25 জানুয়ারী 1957 তারিখে 370 ধারা বাতিল বা সংশোধনের সুপারিশ না করেই বিলুপ্ত হয়ে যায়, যার ফলে বিধানটি একটি ক্লিফহ্যাংগারের উপর পড়ে।
- পরে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এবং জম্মু ও কাশ্মীরের হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে এই বিধানটি স্থায়ী মর্যাদা অর্জন করেছে।
- এটি বোঝায় যে রাজ্যে একটি কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকারের সাথে "পরামর্শ" প্রয়োজন।
- যাইহোক, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় এবং যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে একটি কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগ করতে, রাজ্য সরকারের "সম্মতি" বাধ্যতামূলক ছিল।
- জম্মু ও কাশ্মীর সংবিধান
- অনুচ্ছেদ 3-> ভারতের ইউনিয়নের সাথে রাজ্যের সম্পর্ক :- জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারতের ইউনিয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং থাকবে।
- সংবিধানের প্রস্তাবনায় , শুধুমাত্র সার্বভৌমত্বের কোন দাবিই নেই, তবে জম্মু ও কাশ্মীর সংবিধানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে "ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে রাজ্যের বিদ্যমান সম্পর্ককে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে আরও সংজ্ঞায়িত করা। "
- সংবিধান (জম্মু ও কাশ্মীরের আবেদন) আদেশ, 2019
- (1) এই আদেশটিকে সংবিধান (জম্মু ও কাশ্মীরের আবেদন) আদেশ, 2019 বলা যেতে পারে।
- (2) এটি একবারে কার্যকর হবে এবং এর পরে সময়ে সময়ে সংশোধিত সংবিধান (জম্মু ও কাশ্মীরের আবেদন) আদেশ, 1954- কে বাতিল করে দেবে।
- সংবিধানের সমস্ত বিধান, সময়ে সময়ে সংশোধিত, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং যে ব্যতিক্রম এবং পরিবর্তনগুলি তারা প্রযোজ্য হবে সেগুলি নিম্নরূপ হবে:-
- অনুচ্ছেদ 367-এ, নিম্নলিখিত ধারা যোগ করা হবে, যথা:-
- “(4) এই সংবিধানের উদ্দেশ্যে যেমন এটি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-
- (ক) এই সংবিধানের রেফারেন্স বা এর বিধানগুলিকে সংবিধানের রেফারেন্স বা উল্লিখিত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এর বিধান হিসাবে বোঝানো হবে;
- (খ) জম্মু ও কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসত হিসাবে রাজ্যের বিধানসভার সুপারিশে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বীকৃত আপাতত ব্যক্তির উল্লেখ , রাজ্যের মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শে কাজ করে অফিসে থাকাকালীন, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপালের রেফারেন্স হিসাবে বোঝানো হবে ;
- (গ) উল্লিখিত রাজ্যের সরকারের উল্লেখগুলিকে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপালের মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শে কাজ করার রেফারেন্স সহ বোঝানো হবে; এবং
- (d) এই সংবিধানের 370 অনুচ্ছেদের ধারা (3) এর শর্তে, "দফা (2) এ উল্লিখিত রাজ্যের গণপরিষদ" অভিব্যক্তিটি "রাজ্যের আইনসভা" পড়বে।